পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহ ও প্রার্থীদের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন
১৮, সরোজিনী নাইডু সরণী
কলকাতা - ৭০০০১৭

পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহ ও প্রার্থীদের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি

পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহ ও প্রার্থীদের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি যা নির্বাচনের দিন ঘোষণার সময় থেকে কার্যকর হবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১। সাধারণ আচরণঃ

নিম্নলিখিত কাজগুলি থেকে সব দল ও প্রার্থী বিরত থাকবেনঃ-

ক) বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বা ঘৃণা অথবা ধর্ম বা ভাষাগত বৈষম্য সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয় এমন কাজ করা;

খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা দলের কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অথবা অপ্রমাণিত অভিযোগ নিয়ে সমালোচনা করা; (অন্য রাজনৈতিক দলের বা প্রার্থীর সমালোচনা শুধু তাদের দলীয় নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।)

গ) ভোট আদায়ের জন্য জাতিগত, সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় অনুভূতির কাছে আবেদন করা;

ঘ) কোনো উপাসনার স্থানকে নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা;

ঙ) 'দুর্নীতিমূলক অপকর্ম' ও নির্বাচনবিধি অনুযায়ী অপরাধ হিসাবে পরিগণিত যেসব আচরণ, যেমন - ঘুষ দেওয়া, ভীতি প্রদর্শন, মিথ্যা পরিচয়দান, ভোটদাতাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা, ভোটের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচার করা, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী সভার অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি;

চ) কোনো ব্যক্তিবিশেষের বাসস্থানের সামনে তাদের মতামত বা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন করা বা পিকেটিং করা;

ছ) প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা প্রার্থী আয়োজিত কোনো সভা, মিছিল ইত্যাদি পণ্ড হতে পারে বা তাতে গোলযোগ ঘটতে পারে এমন সব কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া;

জ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা দলের পোষ্টার ছিঁড়ে দেওয়া।

২। প্রচারকালীন আচরণঃ

ক) প্রচারের জন্য কোনো সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার করা যাবে না।

খ) কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী তাঁর অনুগামীদের কোনো ব্যক্তিবিশেষের জমি, ভবন, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদিতে ঐ ব্যক্তিবিশেষের অনুমতি ব্যতিরেকে পতাকাদণ্ড স্থাপন, ব্যানার ঝোলানো, বিজ্ঞপ্তি সাঁটানো, স্লোগান লেখা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করতে দেবেন না।

গ) কোনো সরকারি প্রাঙ্গণে বা সম্পত্তিতে দেওয়াল লিখন, পোস্টার সাঁটানো, কাগজ সাঁটানো বা অন্য কোনো ভাবে সৌন্দর্যহানি করা অথবা কাট-আউট, হোর্ডিং বা ব্যানার টাঙানো যাবে না।

ঘ) কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বিশাল বা অতিরিক্ত বড় মাপের কাট-আউট, হোর্ডিং, ব্যানার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না বা ব্যবহারের অনুমতি দেবেন না এবং সাধারনভাবে অর্থশক্তির জমকালো প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবেন।

ঙ) বেআইনি, অপরাধমূলক বা আপত্তিকর বিষয়াদি সম্বলিত কোনো লেখা প্রকাশনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে কোনো নির্বাচনী পুস্তিকা বা পোষ্টার মুদ্রক ও প্রকাশকের পরিচয় ছাড়া মুদ্রিত বা প্রকাশিত হবে না।

চ) সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সময় বাদ দিয়ে অন্য কোনো সময়ে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী লাউড স্পিকার ব্যবহার করবেন না। লাউড স্পিকারের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আইন অনুযায়ী অনুমতি নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অশক্ত মানুষের

কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কোনো বড় পরীক্ষা (যেমন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ইত্যাদি) শুরু হওয়ার তিনদিন আগে থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো সময়েই লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না।

৩। সভাঃ

ক) কোনো দল বা প্রার্থী প্রস্তাবিত কোনো সভার স্থান ও সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সময় থাকতেই অবহিত করবেন যাতে পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

খ) সভার জন্য প্রস্তাবিত স্থানে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে কিনা তা আগেই জেনে নেবেন। যদি এ ধরনের কোনো আদেশ থাকে, তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এ ধরণের আদেশ থেকে কোনো অব্যাহতি চাইলে তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে এবং সময় থাকতেই তা নিয়ে নিতে হবে।

গ) প্রস্তাবিত সভায় লাউড স্পিকার ব্যবহার বা অন্য কোনো সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো দল বা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আগাম আবেদন করবেন এবং অনুমতি বা লাইসেন্স নিয়ে নেবেন।

ঘ) কোনো সভায় বিঘ্নসৃষ্টিকারী বা অন্য কোনোভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে উদ্যত ব্যক্তিদের মোকাবিলা করার জন্য ঐ সভার সংগঠকরা অবশ্যই কর্তব্যরত পুলিশের সহায়তা চাইবেন। সংগঠকরা নিজেরা এধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন না।

৪। মিছিলঃ

ক) মিছিল সংগঠনকারী দল বা প্রার্থী মিছিল শুরু করার সময় ও স্থান, মিছিলের গমন পথ এবং মিছিল শেষ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে আগে থাকতেই সিদ্ধান্ত নেবেন। সাধারণভাবে এই কর্মসূচীর থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটানো যাবে না।

খ) সংগঠকরা তাঁদের কর্মসূচি স্থানীয় পুলিশ-কর্তৃপক্ষকে আগাম জানিয়ে দেবেন যাতে এই বিষয়ে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

গ) মিছিল যেসব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাবে সেই সব অঞ্চলে কোনো বিধি-নিষেধ বলবৎ আছে কিনা, সংগঠকরা তা জেনে নেবেন এবং ঐ সব বিধি-নিষেধ মান্য করে চলবেন। সংগঠকদের প্রচলিত ট্রাফিক নিয়ম বা নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হবে।

ঘ) যানবাহন ও পদচারীদের চলাচলে যাতে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, সংগঠকগণ সে ভাবেই মিছিল পরিচালনার জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা নেবেন। যদি মিছিল খুব দীর্ঘ হয় তাহলে সংগঠকগণ সেটিকে উপযুক্তভাবে কয়েকটি ভাগ করে দেবেন। বিশেষতঃ, মিছিল যেখানে যেখানে বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলগুলি অতিক্রম করবে, সেইসব জায়গায় ব্যাপক যানজট এড়াতে ধাপে ধাপে যানবাহনগুলিকে পার হতে দেবেন।

ঙ) মিছিলকে যথাসম্ভব রাস্তার ডান পাশ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং কর্তব্যরত পুলিশ কর্মচারীদের নির্দেশ ও পরামর্শ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

চ) যদি দুই বা তার বেশি রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের প্রস্তাবিত মিছিলের পথ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে এক হয় এবং মিছিলের সময়সূচী একই থাকে, তাহলে সংগঠকগণ যথেষ্ট আগে থেকেই যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেবেন যাতে মিছিলগুলির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ না হয় বা যানবাহন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সন্তোষজনক সমাধানের জন্য যথাসম্ভব আগেই স্থানীয় পুলিশের সহায়তা নেবেন।

ছ) মিছিলকারীদের হাতে থাকা দ্রব্যাদি যাতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা অপব্যবহার করতে না পারে, বিশেষতঃ উত্তেজনার মুহূর্তে, সে জন্য রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীরা যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ রাখবার চেষ্টা করবেন।

জ) অন্য রাজনৈতিক দলের সদস্য বা তাদের নেতৃবৃন্দের আকৃতিযুক্ত কুশপুত্তলিকা বহন করা, জন সমক্ষে সেগুলি পোড়ানো এবং অনুরূপ অন্যান্য বিক্ষোভে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী সায় দেবেন না।

৫। ভোটগ্রহণের দিনঃ

সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীবৃন্দ —

ক) শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ভোটদান সুনিশ্চিত করা এবং স্বাধীনভাবে ভোটদানের ক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ যাতে কোনো রকম অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন না হন, এই ব্যাপারে নির্বাচনকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

খ) তাঁদের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মীদের পরিচয়পত্র বা ব্যাজ দেবেন। সেই পরিচয়পত্র বা ব্যাজে শুধুমাত্র কর্মীর নাম ও প্রার্থীর নাম থাকবে।

গ) ভোটদাতাদের তাঁরা যে পরিচয়জ্ঞাপক স্লিপ দেবেন তা সাদা কাগজে দেবেন, তাতে কোনো প্রতীক, প্রার্থীর নাম বা দলের নাম থাকবে না।

ঘ) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মদ পরিবেশন বা বিতরণ করবেন না।

ঙ) বিভিন্ন দল ও প্রার্থীদের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও উত্তেজনা যাতে এড়ানো যায়, তার জন্য ভোটকেন্দ্রের নিকটবর্তী প্রার্থী বা দলের শিবিরের (ক্যাম্পের) কাছাকাছি অযথা ভিড় জমতে দেবেন না।

চ) প্রার্থীদের ক্যাম্পগুলি যাতে সাদাসিধে হয় এবং যাতে সংশ্লিষ্ট সমস্তরকম নির্বাচনী বিধি-নিষেধ মেনে চলা হয় তা সুনিশ্চিত করবেন।

ছ) ভোটগ্রহণের দিন যান চলাচলের উপর যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে সেগুলি মেনে চলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং যানবাহনগুলি ব্যবহারের জন্য অনুমতিপত্র আগের থেকে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট যানবাহনে সেগুলি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবেন।

৬) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও গণনাকেন্দ্রঃ

ক) ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভোটদাতারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়মাবলী, ২০০৬ - এর ৪৯ নং নিয়মানুযায়ী প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই কেবল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার অধিকারী ঐ নিয়মাবলীর ১০১ নং নিয়মানুযায়ী অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র ভোটগণনাস্থলে প্রবেশ করতে পারেন।

খ) যাতে তাঁদের উপস্থিতিতে ভোটারেরা প্রভাবিত না হন, কোনো কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি, সভাপতি, সহকারী সভাপতি, প্রধান, উপ-প্রধান অথবা পঞ্চায়েতের যে কোনো স্তরের অন্য কোনো পদাধিকারীবৃন্দ ভোটদান করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভোটগ্রহণের দিন অন্য কোনো ভোটকেন্দ্রে যাবেন না।

গ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি নিরাপত্তাজনিত কারণে সরকারি নিরাপত্তা পান, তিনি নিরাপত্তারক্ষীসহ ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। এমনকি ঐ দিন ভোট শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি নিরাপত্তারক্ষীসহ নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যেও ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না। তিনি যদি ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটারও হন, তাহলেও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর গতিবিধি ভোট দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সে ক্ষেত্রেও নিরাপত্তারক্ষীদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের চৌহদ্দির বাইরেই থাকতে হবে। সে কারনেই যাঁকে নিয়ে নিরাপত্তাজনিত আশংকা আছে এবং সে জন্য যাঁকে সরকারি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে অথবা যাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী আছে, সেরকম কাউকে ইলেকশন এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা কাউন্টিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না।

৭) পর্যবেক্ষকঃ

সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষক (অবজার্ভার) নিয়োগ করেন। নির্বাচন পরিচালনা সম্পর্কে কোনো প্রার্থী বা দলের অভিযোগ থাকলে তাঁরা তা পর্যবেক্ষকের নজরে আনতে পারেন।

৮) ক্ষমতাসীন দলঃ

কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরে বা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে যে দল ক্ষমতায় আসীন, সেই দল সরকারি ক্ষমতা নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যবহার করবে না। বিশেষতঃ -

১) (ক) কোনো কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্তৃপক্ষ বা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সন বা অন্যান্য সদস্য নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র বা কর্মীবর্গকে কাজে লাগাবেন না; কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনো মন্ত্রী বা মন্ত্রী সমমর্যাদার কেউ সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাচনের কাজে যুক্ত কোনো আধিকারিককে ডেকে পাঠাতে পারবেন না;

(খ) কর্তব্যরত কোনো সরকারি গাড়ি বা সেই পঞ্চায়েতের কাজে ব্যবহার করা হয় এমন কোনও গাড়ি, প্রশাসনযন্ত্র এবং কর্মীবর্গকে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থানুকূল্যে ব্যবহার করা যাবে না; এই বিধিনিষেধ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে;

(গ) ভোটের সময়ে কোনো মন্ত্রী, মন্ত্রীর সমমর্যাদার কেউ অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক কার্যকর্তা যে এলাকায় নির্বাচন হচ্ছে তার কোথাও পাইলট কার, কোনও রঙের বাতি (বিকন লাইট) লাগানো গাড়ি বা যে কোনো ধরণের সাইরেন লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না;

২) নির্বাচনী সভা করবার ময়দান বা সরকারি জায়গা প্রভৃতি কোনো স্তরের ক্ষমতাসীন দল একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ক্ষমতাসীন দল যে শর্ত সাপেক্ষে ঐ সব জায়গা ব্যবহার করতে পারবে, অন্যান্য দল ও প্রার্থীদেরও ঐ একই শর্ত সাপেক্ষে তা ব্যবহার করতে দিতে হবে;

৩) সরকারি বিশ্রামগৃহ, ডাকবাংলো বা পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য আবাসস্থানগুলিকে পক্ষপাতহীন পদ্ধতিতে অন্যান্য দল বা প্রার্থীকে ব্যবহার করতে দিতে হবে;

৪) আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন, ক্ষমতাসীন দলের সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো প্রচার মাধ্যমে সরকারি বা পঞ্চায়েতের টাকায় বিজ্ঞাপন দেওয়াকে সযত্নে পরিহার করতে হবে;

৫) নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকে আরম্ভ করে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার অথবা জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত তাঁদের কোনো প্রাধিকার বা বিবেচনামূলক তহবিল থেকে কোনো অনুদান বা অর্থ মঞ্জুর করবেন না; এবং

৬) নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এলাকার সুবিধার জন্য —

(ক) কোনো আর্থিক অনুদান ঘোষণা করবেন না বা তার কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না;

(খ) যে কোনো ধরনের প্রকল্প বা কর্মপ্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর ইত্যাদি স্থাপনের অনুমোদন দেবেন না;

(গ) রাস্তাঘাট তৈরি, পানীয় জলের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না; অথবা

(ঘ) কোনো নতুন কর্মপ্রকল্প বা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করবেন না বা এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না;

অবশ্য, চালু কর্মপ্রকল্প, অত্যাবশ্যক মেরামতির কাজ, জনস্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্যবিধানের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি এবং দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা করতে ত্রাণের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য জরুরি ব্যবস্থাদি এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ব্যাহত হবে না;

(ঙ) কোনও অস্থায়ী পদে কর্মী নিয়োগ করা যাবে না।

মুদ্রণ সংখ্যা : 271-SEC/1M-17/2023
তারিখ : ২৯.০৩.২০২৩

মুদ্রক ঃ
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬